সরকারি খাতসমূহের জবাবদিহিতা

স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী, দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার লক্ষ্যে এমজেএফ কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার, জনগণ ও সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এটি সহযোগী সংগঠনের নিয়ে গঠি জেলায় ৯৯টি ইউনিয়ন পরিষদে ও পৌরসভা ও তাদের উন্নয়ন সম্ভাবনা। এটি তিনি প্রশাসনিকের পরিষ্ক ও প্রাক্তিক জনগণের বিশ্বাসের, কর্মী সাধারণ এবং উন্নয়ন সেবা সংস্থার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করতে এসেএফএ।

এই কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় সরকার বাবস্থা যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে জবাবদিহিতার কৌশলী কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে থাকে। কুমুদুম পর্যায়ের মধ্যে দুটি সহজে বিশ্বাস কার্যক্রমে কাজ নিয়ে ও নিজেদের দক্ষতার নিয়ে পারে অর্থ, জানা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তা ইনিধিনী পর্যায়ে পৌঁছেছে, আলোচনামূলক কর নিজেদের ব্যবস্থা চলু করা গেছে এবং ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিন কার্যের বিশ্লেষণ কার্যকরিতা তলছে। ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট বাস্তবায়ন বাড়ানো একটি ভাল উদাহরণ হিসেবে বাজেট পূর্ব ও পরবর্তী আলোচনাসভা কুমুদুম জনগণের মধ্যের অভিজ্ঞতা বাড়ে। যদু কর্মী নয় সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থার যেমন ইউনিসেফ পরিষদ প্রবেশকাল, স্বচ্ছ প্রকৌশল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষিকর্মীদের পরিচালিত সূচিত হয়েছে।

গত ১০ বছরে প্রায় এলাকার ১৮,০৫৯ জন ডিজিটি, ডিজিএফ কার্যের বয়স্কভাতা ও বরিষ্ঠী ভাতা পেয়েছে। ১৪৫২৮৮ জন পেয়েছে স্বচ্ছ প্রকৃতায় সহায়তা যার ৭৫৩৯৯ জন পেয়েছে কৃষি সংক্রান্ত সহায়তা।

সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় মূল ভিত্তি ইউনিয়ন পরিষদের ইতিহি; কমিটিকে পরিচালনী করার জন্য বাস্তবায়নের সহায়তা সহায়তিকা দেয়া হয়েছে এসেএফএর স্থানীয় সরকার কর্মসূচির আওতায়। এর ফলে ইতিহি কমিটির সদস্যদের মধ্যের বুঝিয়া ও কার্যদ্র সম্পর্ক গড়তেন হয়েছেন। অন্যদিকে কুমুদুম পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম জবাবদি ও সফলতা ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিচার পাওয়ার অধিকার

কুমুদুম পর্যায়ের সবচেয়ে মানুষ বিশেষ করে মহিলা যেন স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সুবিধা যেমন গ্রাম আদালত ও সালিশের মাধ্যমে সুবিধা পেতে পারে সেজন্য সহযোগী সংগঠনগুলোকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এসেএফএ।

কুমুদুম পর্যায়ে অহিংসক সহায়তা যেন হিসেবে প্রায় ৯১৩টি ইউনিয়নে সালিশ ব্যবস্থাকে পরিচালনী করা হয়েছে। ১১৪টি ইউনিয়নে সালিশব্যবস্থা চলু করা হয়েছে গ্রাম আদালত। এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১৫ হাজার বিরোধের মীমাংসা হয়েছে। এতে উপকৃত হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার পরিষ্ক মানুষ যার মিমাংসা করে এর পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি টিকা। এছাড়াও এই কর্মসূচির আওতায় সরকারের অধিনস্থ সহায়তা বহিনি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিচারি ও প্রাক্তিক জনগোষ্ঠীকে উদাহরিত করা হয়। এসেএফএসোসিশন প্রতিনিধি বা পরিষদে সহায়তাকারী কর্মকর্তার জনগণকে পরিষদে সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি পরিষদে কর্মরত উন্মুক্তকরণ ও এসেএফে বিশেষভাবে সাতজন নারীপ্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

সরকারি সেবার মানযাচাই
(পাবলিক সার্ভিসচার্জার কমিটি)

উপজে সহযোগী সেবা দেয়ে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক জবাবদিহিতা পদ্ধতি (Tools) যেমন পাবলিক হিয়ারিং বা গণশুনানি, কমিউনিটি স্কোরকার্ড এবং সালিশ সভা ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকের প্রতি স্থানীয় সেবাপ্রদানকারী সংস্থাকে জবাবদিহি করার কাজ চলছে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে কাজ করা হয় এই কর্মসূচির আওতায়, যেন বিভিন্ন গ্রাম প্রতিষ্ঠার জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ে। গত ১০ বছরে স্বচ্ছ, দিক্ষা ও কৃষি সম্পর্কিত বিষয়ের এসেএফএর স্থানীয় সরকার কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায় জন্য নিয়ে সেবাপ্রদানকারীদের সংবেদন ও দায়বদ্ধিতা করার ধরণ করা সেবার মান এবং মানসম্মত পানাই এবং সেবিধের বাড়ু ও সন্তোষ বৃদ্ধি করে। যেমন: ৪০৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষকদের পদ্ধতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকরিতা ও স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইউনিকক পরিবর্তন এসেছে।

২৫ টি ইউনিয়নে সামাজিক বিশ্লেষণ যৌথী কর্মশিবির উপজেলাপরী নির্বাচনে এবং কমিটির অভিভাবক টিকা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সুবিধে ও অভিযত উন্নয়নমূলক কাজের। এসইউডের কৃষি, সমাজসেবা ও সমাজসেবা পদ্ধতি ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে এবং ও সুবিধাভোগির জনগোষ্ঠীর অভিযোগ ও সেবার মান উন্নয়নসেবাকারে পরিবর্তন এসেছে।

তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার কর্মীদ এসেএফএর সহায়তে গঠন এসেছেযৌথ কর্মীদি। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইনটী পাশ সহায়তার দেয়ে এসেএফের সুবিধা দিন তথ্যের সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক। এসেএফ এরটী উদ্বুদ্ধকরণ সংস্কৃতিক চর্চা ও যোগাযোগের সংস্কৃতি তেমন তেমন জন্য সহযোগী সংগঠনের সাথে নিয়ে জন্য পরিকল্পনার এটী মতামতদের সাথে প্রকাশকরণে সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া উদ্বুদ্ধকরণ মূলকুমিকাবাচায় সম্পৃক্তকরণের জন্য এসেএফএের সকল কর্মীদুতিকে জন্য অধিকার আইনকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

দক্ষতা উন্নয়ন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কাজেরটী গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হচ্ছে কনসেলটী ট্রেনেলপমেন্ট বা দক্ষতা উন্নয়ন ইউনিট। এসেএফের তরু থেকেই সহযোগী সংগঠন সমূহের ক্ষমতায়ন সার্বিকভাবে, সাংগঠনিক, পেশাগত ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন দিয়ে আসছে এই ইউনিট। গত ১০ বছরে এই ইউনিট প্রায় ৭০০১ জনকে প্রশিক্ষন দিয়েছে।

এডভোকেসি

এসেএফের কার সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন মনদাবিকার ও নারী সংগঠনের সাথে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ের এসেছেযৌথ কর্মসূচির সাথে জড়িত—

- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন
- বিশ্ব নিবাহ আইন
- শ্রম আইন
- বিশ্বব্যাংক নিরাপত্তা নীতি ২০১০
- শিশু পর্যাপ্তিতি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২

আগামী পাঁচ বছরে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

বাস্তবায়ী পাঁচ বছরে নিজেরা ও মনদাবিকার সমন্বয়ের ক্ষমতার বাড়ানো এবং জনগোষ্ঠীর সাথে নীতিতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন মনদাবিকার প্রকল্প কাজ ক্ষমতায়ন তাদের জোরদার করবে। এর পাশাপাশি স্থানীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে, স্থানীয়ের জনগোষ্ঠীকে আরও সহযোগিতার করার প্রচেষ্টা চলিয়ে যাবে। এছাড়াও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সহযোগি সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে নারী অধিকার, শিশু অধিকার, প্রাক্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারের মতো বিভিন্ন ইস্যুকে নীতি পরিবর্তনের কার্যক্রমকে ক্ষমতায় করাতে সাহায্য থাকবে। এর পাশাপাশি মনদাবিকার ও মূলধারের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগী সংগঠনগুলোর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা তৈরীর মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টি করাও অন্যতম লক্ষ্য।

সার্বশেষে, বিভিন্ন টেকসই কর্মসূচী ও প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন চিহ্নিত করতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বিভিন্ন পরীক্ষিত প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে কাজ করবেন্ট এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতার সেতুর সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ি ৮৭, রোড ৩৩/এ, গুলশান ১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৯৮৮৩৪৬১-৪, ৯৮৮৩৪৬১
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৮৮৩৪৬২
ইমেইল : info@manusher.org
ওয়েব : www.manusher.org

এই প্রকাশনা প্রকাশে সহায়তা করেছে
UKaid

পরিবর্তনের পথে

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে মানুষের জন্য 'ফাউন্ডেশন' হিসেবে কাজ করে। ব্রিটিশ সরকার ও নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এসেএফের কাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীর ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবনের জনমুখীকরণ ও তাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা। গত ১০ বছরে এসেএফের প্রায় ফিল্ডওয়ার্কার দেশি সহযোগী সংগঠন ও বহু মহাজনী সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে সারিত ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের কথা কাজে দেশের বড় মাত্র করে।

বর্তমানে এসেএফের দেশের প্রাক্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র নিরসন, সামাজিক সিলক্ষ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্যকরিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রায় ১৭৩টি মহাজনী সংগঠনকে কর্মিবি ও প্রাক্তিক সহায়তা দিচ্ছে। মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসেএফের কাজের একটি নিজস্ব অনুসরিক পুরিচর্চা।

এমজেএফ বৃহত্তর পরিসরে ৪টি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা : এই কর্মসূচির আওতায় এমজেএফ ৪৯টি সহযোগী সংগঠনের সাথে নিয়ে কাজ করছে সকল জনগোষ্ঠী, দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, ছিন্নমূল, মাতৃভাষি, বাস্তহারি, চৌদ্দজাতি, চাকমাদি, তেলেঙ্গাদি, ত্রিপুরাদি, ম্রোদের সুরক্ষিত করার নিমিত্তে।

২. শুদ্ধবীথি শিশু ও অসহায় শ্রমিকের অধিকার : বুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুকে মুক্ত করে ফুলে পাঠানো, বুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে কর্মরত বুঁকিবীন কাজে নিয়োজিত এবং শিশুর কাজের পরিবেশের উন্নতি। এছাড়া কর্মসূচির আওতায় শ্রমিকদের জন্য আনুষ্ঠান পরিবেশ তৈরি করাসহ শ্রমিকদের পাওনা আদায়ের প্রশাসন, পাওনা বুঝি আদায়, মজুরির স্বচ্ছ ধারণা, পরিষ্কার কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ।

৩. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ : এই কর্মসূচির আওতায় আছে কাজের ব্যাপারিতে চোখ, সৌচ্ছুক প্রশাসনের, সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর অংশগ্রহণমূলক নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার সর্বোচ্চমাত্রায়।

৪. সহযোগি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণমূলক বিশিষ্ট ক্ষমতা : স্থানীয় সংগঠনকে পরিচালনীকরণ, স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রশাসনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সিভিল ব্যবস্থা ও বৃদ্ধিকে জনগণের অধিকার কাজের কথা।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা

এই কর্মসূচির আওতায় এমজেএফ ১৩ টি সংগঠনের সাথে নিয়ে কাজ করছে পার্বত্য এলাকার অধিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য। এছাড়াও কাজ করছে অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন সমতল অধিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, ছিন্নমূল, মাতৃভাষি, বাস্তহারি, চৌদ্দজাতি, চাকমাদি, তেলেঙ্গাদি ত্রিপুরাদি নিয়ে। মূল লক্ষ্য এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান বাড়ানো সহ সংস্কৃতি রীতি নীতিগুলোর ধারা যেন হারিয়ে যাওয়ার না পেরিয়ে। বর্তমান প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেন স্বাধীন সিদ্ধান্তগুলো ধারণ করে নিজের এবং ও সম্পূর্ণরূপ ধারণ সিদ্ধান্তের সাথী আসতে পারে, সেলিমাদে সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ে সেচ্ছায় করে তোলা।

দলিত/হরিজনদের জন্য ফোটা ও বিশেষ বরাদ্দ

দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সমাজে তাদের মর্যাদা অধিকার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রাথমিকবিদ্যালয় সমূহে সরকারি চাকরিতে ও শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত জন্য চালু হয়েছে বিশেষ কোটি ব্যবস্থা। এছাড়া সরকারের বিভাগভুক্ত যেসিটি কর্পোরেশনে ছাত্র হয়েছে বিশেষ বরাদ্দ। প্রধানমন্ত্রীর যেমন সরকার তাদের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য ১০ শোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া এমজেএফ ও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংগঠনের প্রকল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে দলিত ও হরিজন ছাত্রদের জন্য চালু শিক্ষাবিনিময়ের কর্মসূচির শুরুকরণ ১ জন কোটা চালু করেছে। বাস্তবিকভাবে দলিত জনগোষ্ঠীর ৪৫০৩% জন সরকারী ও বেসরকারী চাকরিরকাজে অধিকারিকা পেয়েছে।

পাহাড়ে অধিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা

এমজেএফ পাশাপাশি কাজ করছে পার্বত্য চট্টগ্রামে পেশাগতভাবে অধিবাসী অনুন্নত জীবনমান উন্নয়নে ও তাদের সহজকরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে। পার্বত্য এলাকায় প্রায় ৩,৩০,০০০ অনুন্নত শ্রেণিছাত্রছাত্রীর শিক্ষা সুবিধাদি শেষীদের সুযোগ রয়েছে এই ১০ ধরনের। সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় পাহাড়ের প্রান্তিক অধিবাসীদের জন্য বৃদ্ধি উপাদান ও ত্রিভিত্তিক ৪৩৩ টিপাদান কার্যক্রমের মিলাছিত্র করার মাধ্যমে স্কলক্ষ্য প্রাথমিক বুঁকিয়েছেনীর বয়ঃ শেষছেনা নেয়ে। অতি সম্প্রতি প্রায় ১৫০০ জন শক্তাধী জনগোষ্ঠী ৪৫টি গ্রামীন বাংলা থেকে শেষে বয়োজন একটি নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাসের সময় সহায়তা পেয়েছে। প্রথমত এলাকার অধিবাসী শিক্ষকের জন্য দুর্ব সময়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষক পাওয়ার পেয়েছে এমজেএফ। এর আওতায় প্রায় ৩০০টিরও বেশি স্কুলকে সহায়তা দিয়েছে এবং প্রায় ১১ হাজার পাহাড়ি শিশু ভাতের মাতৃভাষায় এবং একই সাথে বাংলাভাষাকেও শিক্ষাদান পাবে।

ভূমিহীনদের জন্য বাসজমি বরাদ্দ

এমজেএফ খাগড়াছি ও জলছত্রির ওপর নির্ভর মফস্বলে অধিকার অধিকার, প্রকৃতি জমি উদ্ধারে হাজার ব্যবহৃত সুবিধা-বঞ্চিত, লেপ্টিস্থ জমি উদ্ধারে সহায়তা করণ এবং পুনর্বি উদ্যোগের জন্য শক্তভা উদ্যোগ বহিষ্কার দিয়ে যাচ্ছে। ১০ সালে ১৯,৫৯০ জন ভূমিহীন মধ্যে ১০ লাখ ৫১ হাজার ৪৫০ একর খাস জমি পেয়েছে। এর আগের মূল শত্রুতা হয় ৩,১৫৮,৯৫৪,৩০০টাকা। প্রায় ২৩৬টি নবগঠন অধিবাসী পরিবার ভাতের বন্ধক ধান্য এবং ভোগ করে ফেরত দেয়া হয়েছে ৫২৪ একর জমি উদ্ধার করেছে। এই জমি ব্যবহার করে ভাতা আদায় করছে ৬৭,৯৫৬,৩০০ টাকা। (চলি)

বহিষ্কৃতদের জন্য বিশেষ সুবিধা

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংগঠনটি ফোরাম ফোর ওরগানুর্ণ সিদ্ধান্ত ছিলো। এমজেএফ এবং এর সহযোগী সংগঠনের যৌথসহায় প্রতিবন্ধীদের সচিবালয় ও ৪৩৩ জেলাসহ ফলে প্রথমবারের মতো প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ঘোষণাপত্রেও এসেছে। এমাছা প্রতিবন্ধীরা সরকারের স্বাস্থ্য সুবিধা এবং নিরাপত্তা প্রেরিত অন্তর্ভুক্ত এসেছে।

নিজস্ব ও ইশারা ভাষা প্রথম বারের মতো কর্মকুশল তৈরের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সিই ১০ বছর ধরে কাজ করার ফলে সহযোগী সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রেনিশ্চয় প্রতিবন্ধী প্রতিনিধির জন্য একটি ব্যবস্থা অর্জন নীতি করতে পেরেছে। পেরেছে সরকারি চাকুরিতে প্রতিবন্ধী পার্থিদের জন্য কোটি পর্যন্তি চালু করতে।

শ্রমজীবি শিশু ও অসহায় শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ

বুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশু নয়

শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ কাজের সহায়ক করে নিয়ে পর ১০ বছরে এমজেএফ বুঁকিপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত ৫৫ হাজার শিশুকে বুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে। এছাড়াও শক্তাধিক ৪০ হাজার শিশু বুঁকিপূর্ণ কাজ বন্ধ নিয়ে অনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে ১০,৪৪৩টি শিশুর জন্য। এমজেএফ আরোহে বিভিন্ন কার্য-গবেষিক অবস্থার কারণে বুঁকিপূর্ণ শিল্পসূত্রে নিয়োজিত নয় শিশুকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয় বা। তবে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করছে মজুরিসহ, আনন্দদিবসে সংস্কৃ, শিশু অধিকার সংস্কৃ ও বাসরা প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিদের সচিবালয়ের সাথে যেন ৬৯টি বুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের জন্য একটি সকুল অভীন প্রসারণ করা হয়। এছাড়া পরিদর্শনের নিয়মিত পরিদর্শন নিশ্চিত করার জন্য যেসব হয়েছে বিশু সুপারভিশন পদ্ধতিও এবং নিয়মা ও কাজের বৃদ্ধির বিষয়ে বোঝানো।

প্রত্যেকের জন্য কর্মস্থলে অনুকূল পরিবেশ তৈরি

এই কর্মসূচির আওতায় এমজেএফ ১৯টি সহযোগী সংগঠনের মহায়তায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৫লাখ ৫০ হাজার শ্রমিক ও মহিলা শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করেছে। গার্মেন্টস কারখানায় ১লাখ ৩৭ হাজার ৭৩৫জন শ্রমিক যেসমস্যে কাজের সেক্টর পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এমজেএফ। এরই অংশ হিসেবে বাসিক কর্মক শ্রমিকদের পাওনা সমাধানের প্রশাসন, পাওনা বুঝি আদায়, মজুরির স্বচ্ছ ধারণা, পরিষ্কার কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ।

এছাড়া সহযোগী সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে এমজেএফ কাজ করছে শ্রম আইন তৈরি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সাথে। বাজার করা যায় এর মধ্যে প্রায় ১ কোটী ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ শ্রমিক কারুকার হয়েছে। শ্রম আইন নিয়ে আলোচনাগুলি করার ফলে কারখানা ও শেকারখানার মধ্যে সেলভার শ্রমিকরা তাদের অধিকার অধিকার যেমন একত্রাইবিই, শ্রমমজুর মজুরি, ছুটিকালীন সুবিধাদি, পরিবেশের বন্দপর্ক বজায় পেয়েছে ও এসব সুবিধা ভোগ করতে পারছে। এর পাশাপাশি মজুরের জন্য ফাউন্ডেশন সহযোগিতা ৬৯টি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও মালপরিবহণ সংগঠনের সাথে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পুরস্কৃতিদের নিয়োগ ও কলম্বিবিরোধ তৈরি ও প্রয়োগে সক্ষম করে তোলে এবং অধিকারী শ্রমিকদের যেন দক্ষতাসম্পন্নতার নিয়োগের ও সচিব নিয়ে ভোগ নিয়োগ থেকে পারে এই সচেতনতা সৃষ্টির সক্ষমতার কাজ করছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কর্মসূচি

নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর বিরুদ্ধে অন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘন। এবং এটি নারীর অধিকার বিশিষ্ট করার পথের একটি বড় বাধা। নারীর প্রতি বিশেষ করে যৌতুক নারী ও নলনা নিয়ে প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করছে মানুষের জন্য অটোফোন। সর্বস্তর বাংলাদেশের ৩৩টি জেলার ১২৩টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়নের ২৪৩০টি গ্রাম ও ১৯টি থানায় ৫৯টি সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে মোট ১,৬৪,৯৬৩ পরিবারকে এই কার্যক্রমের আওতায় সহযোগিতা করছে। এছাড়া এই কর্মসূচির আওতায় ৩১০৩টি কুমুদুল সালিশ ও ১৯৯টি নারীমিত্র সালিশের সফলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা দূরিকরণ পরিবেশ এবং কাজে কার্যকরভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও সচিবকরার শিকার নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তিরও সক্ষমে জনগণ ও সংগঠন/প্রতিষ্ঠান অংশের পরিবর্তনী করা।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন একটি বহুমাত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক এবং কার্যকর কৌশল জনগণের সহায়তা করছে, যা আমাদের নিয়মকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিরোধ প্রকৃতি, এর আগে, সচিবতা ও ক্ষমতাকাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে। সাথী সেবাদান প্রাকাশকারে সহযোগিতা করছে। সাথী সেবাদান প্রাকাশকারে সহযোগিতা করছে। সাথী সেবাদান প্রাকাশকারে সহযোগিতা করছে। সাথী সেবাদান প্রাকাশকারে সহযোগিতা করছে।

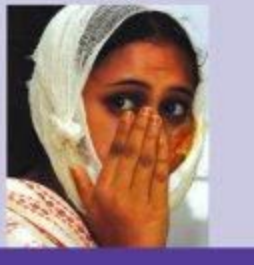

২০৪১৮ জন নারী, দেকেন্দ্র দেশের জন্য পর্ব ও বাস্তবিন্যাস করণ করেছে। তারা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রমে সুবিধা রাখছে। বিশেষ করে সেলফোরাম ও ভলান্টিয়ার ফোরাম, যৌতুকমুক্ত সিটি, বাল্যবিবাহ বন্ধ জন্য সামাজিক আন্দোলন, সেবা আশ্রয়ের যেতে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৬১৫৬৫ জন সচিব মানুষ বিশেষ করে নারী বিজিবি/বিডিআর কর্মী, বহুক ছাত্র, শিক্ষা ছাত্র, মাতৃভাষাভিত্তিক কাজ, প্রতিবন্ধি কাজ, অন্তর্জাতিক পাহাড়া, সরকারী হাসপাতালের সিনিয়ুক্ত সেবাসহ সামাজিক বিভাগের মেকেটে আক্রমণ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী সেবাদা প্রাকাশকারে সহযোগিতা করেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রায় ১০% জন নারী চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হয়েছে ১৯৯৯ জন এটির সহায়ক নিকার নারী অন্তর্ভু, কাউন্সিলর, অধিকার ও সামাজিকভাবে সুবিধাদিন হয়েছে।